PCTSCN

Prevention of Child Trafficking through Community Strengthening and Networking

শিশু পাচারকে না বলুন

E- newsletter

ইস্যু ২৩ ।। জুন ২০১৯

কন্সোর্টিয়াম মেম্বার্স :
ইনসিডিন বাংলাদেশ
নারী মৈত্রী
সিপিডি
সিপ
অ্যাটসেক বাংলাদেশ

সহযোগীতায়

terre des hommes
stops child exploitation

কমিউনিটি ও নেটওয়ার্কিং সুদৃঢ়করনের মাধ্যমে শিশু পাচার প্রতিরোধ কর্মসূচি

নির্বাহী সম্পাদক
এ .কে .এম মাসুদ আলী

সহযোগী সম্পাদক
অ্যাডভোকেট মো: রফিকুল ইসলাম খান (আলম)

প্রদায়ক
শরীফুল্লাহ রিয়াজ
মোমেনুল হক
তারিক মোহাম্মদ গাদ্দাফি

ডিজাইন ও প্রস্তুতকরণ
মন্টি দেওয়ান
চিসল লুইস ম্রি
মধুব্রতী দে বর্ণিল

প্রকাশক
পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

পাচার বিষয়ক তথ্য

বাংলাদেশের আইনে মানব পাচার বলতে কি বোঝায়?

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী "মানব পাচার" বলতে বোঝায় –
(ক) ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বল প্রয়োগ করে ;
(খ) প্রতারণা করে বা উক্ত ব্যাক্তির আর্থ-সামাজিক বা পরিবেশগত বা অন্য কোন অসহায়ত্বকে কাজ লাগিয়ে;
(গ) অর্থ বা অন্য কোন সুবিধা প্রদান করে উক্ত ব্যাক্তির অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করে কোন শিশু বা নারী বা পুরুসকে – বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে যৌন নিপীড়ন বা শ্রম শোষণ বা অন্য কোনো শোষণ বা নিপীড়েনের উদ্দেশ্যে – বিক্রয় বা ক্রয়, সংগ্রহ বা গ্রহণ, নির্বাসন,চালান বা পাচারের উদ্দেশ্যে আশ্রয় দেওয়া।

বাংলাদেশের আইনে শিশু পাচার বলতে কি বোঝায়?

যদি কোন শিশু পাচারের শিকার হয়, সেক্ষেত্রে যেসব বিবেচ্য হবে না –
* শিশু কোন প্রকার সম্মতি প্রকাশ করেছে কি না তা বিবেচিত হবেনা;
* কিভাবে, কোন পদ্ধতিতে শিশুটিকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে তা বিবেচিত হবেনা
* পাচারের জন্য হুমকি বা শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছিল কি না বা জবরদস্তি, অপহরণ বা প্রতারনা করা হয়েছিল কি না

শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী ২০১৮ এর নিচে সকলেই শিশু

কোন ধরণের শিশুরা পাচারের ঝুকিতে পরতে পারে?

*কাজের জন্য যে শিশুরা পরিবার থেকে দূরে যায় (দেশের ভেতরে এবং সীমান্তের ওপাড়ে)
*ভালোমন্দ যাচাই না করে যারা সমপর্কে বা বিবাহে জড়িয়ে পড়ছে
*যে শিশুরা বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে
*যে শিশুরা ইন্টারনেটে আসক্ত
*কোন নবজাত শিশু মা বাবার হেফাজতে থেকে চুরি হলে

জাতি, বর্ণ, ধর্ম,ধনী ও দরিদ্য সব ধরণের শিশু পাচার হতে পারে

কি উদ্দেশ্যে শিশুরা পাচারের শিকার হয়ে থাকে?

* যৌন দাসত্ব
* জোর পূর্বক শ্রম
* শোষণমূলক শ্রম
* জোরপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি
* অঙ্গ পাচার
* আগাম শ্রম ক্রয়ের মাধ্যমে শিশুদের শ্রম শোষণ করা
* ঝুকিপূর্ণ শ্রমে শ্রমআইনের বিধায় না মেনে শিশুদের নিয়োগ দেয়া

মেয়ে শিশুদের মত ছেলে শিশুরাও পাচার এবং যৌন দাসত্বের শিকার হয়

মানব পাচার দমন ও প্রতিরোধ আইন (২০১২) এ কি শাস্তি ও সুরক্ষার বিধান আছে?

মৃত্যুদন্ড শাস্তি বিধান –

* শিশু পাচার অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড
* সুসংগঠিত বা সংঘবদ্ধ পাচারের ক্ষেত্রে শাস্তি মৃত্যুদন্ড

যাবজ্জীবন বা সর্বনিম্ন ৫ বছর কারাদন্ড ও নূন্যতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বিধান

যদি কেউ নীচের কোন একটি অপরাধের সাথে জড়িত থাকে তবে তার উপরোক্ত শাস্তি হতে পারে –

* পাচারে প্ররোচনা, ষড়যন্ত্র এবং পাচারের চেষ্টা করলে
* কোন ব্যক্তিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ/শ্রম/সেবা প্রদান করতে বাধ্য করলে বা ঋণ-দাস করলে (যেমন আগাম শ্রম ক্রয় করে বা ঋণ প্রদান করে কাজে নিয়োগ দিয়ে)
* কোন ব্যক্তিকে যৌন শোষণ/ নিপীড়ণ/ শোষণের উদ্দেশ্যে অপহরণ, গোপন অথবা আটক করে রাখলে
* নবজাত শিশুকে কোন হাসপাতাল, সেবা-সদন, মাতৃ-সদন, শিশু-সদন, বা উক্ত নবজাত শিশুর পিতা-মাতার হেফাজত থেকে চুরি বা আপহরণ করলে
*কোন ব্যক্তি জবরদস্তি/প্রতারণা/প্রলোভনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে পতিতাবৃত্তি অথবা অন্য কোন প্রকারের যৌন শোষণ বা নিপীড়নমূলক কাজে নিয়োগ করবার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করলে
* কোন ব্যক্তি পতিতালয় স্থাপন বা পরিচালনা করলে বা অন্য কাউকে উক্ত উদ্দেশ্যে ভাড়া বা ইজারা দিলে

দোষীর শাস্তির পাশাপশি পাচারের শিকার ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও সুরক্ষার বিধান রয়েছে

মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পালন করে আসছে। যেমন-

* ভিকটিমকে উদ্ধার, প্রত্যাবাসন এবং পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে নতুন জীবন গঠনে সহায়তা প্রদান
* উদ্ধারপ্রাপ্তদের আশ্রয়, ক্ষতিপূরণ দেয়া, ভিকটিমের গোপনীয়তা এবং মর্যাদা রক্ষা করা এবং মর্যাদা রক্ষা করা এবং আইনি সেবা প্রদান
* পুনরায় পাচার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ
* জাতীয় মানব পাচার দমন সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাচারের শিকার ব্যক্তি সুরক্ষার লক্ষ্যে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে সমন্বয় এবং সেবা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম তদারকি
* মানব পাচার প্রতিরোধে তহবিল মানব পাচারের শিকার ব্যক্তিসহ সংশ্লিষ্ট দের আর্থিক সহায়তা প্রদান
* মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন না হওয়া পর্যন্ত সরকার কর্তৃক প্রত্যেক জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালকে উক্ত জেলার মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে নিয়োগ প্রদান।
* দ্রুত বিচার ও ভিকটিম বা সাক্ষীর নিরাপত্তার স্বার্থে আদালতের মাধ্যমে যেকোন স্থানে সরাসরি বা ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ

নারী ও শিশু পাচার বা যেকোন সহিংসতায় সরকারী সেবা পেতে যোগাযোগ করুন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের চাইল্ড হেল্পলাইন
১০৯৮

আইন, বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা
১৬৪৩০

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ
১৬১০৮

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
১০৯

২৮ এপ্রিল ২০১৯ জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন (পিসিটিএসসিএন প্রকল্পের সহায়তায়)

গত ২৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস পালন করা হয়। পিসিটিএসসিএন কনসোর্টিয়ামের পক্ষে নারী মৈত্রী ও কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পার্টিসিপেশন (সিপিডি) ঢাকা জেলা আইনগত সহায়তা কমিটি এর সাথে যৌথভাবে জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস উদযাপন করে। সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে ছিল বর্ণাঢ্য র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচী, আলোচনা সভা প্রভৃতি। উক্ত কর্মসূচীগুলোতে ঢাকা জেলা জেলা ও সেশন জজ জনাব মোঃ হেলাল চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। ঢাকা জেলা জজ কোর্টের সিনিয়র জুডিশিয়াল কর্মকর্তাগণ অনুষ্ঠানসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানসূচীর শুরুতেই সকালে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে জেলা জজ, মহানগর দায়রা জজ, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারকগণ ও কর্মচারীগণ, জেলা প্রশাসন, জেলা ও মহানগর পুলিশ প্রশাসন, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, আইনজীবীগণ, লিগ্যাল এইড প্যানেল আইনজীবী, ক্লায়েন্ট, আইন আদালত নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওসমূহ অংশগ্রহণ করে। এর পরে ঢাকা জেলা আদালত প্রাঙ্গণে র‍্যালি শেষে জেলা ও দায়রা জজ মোঃ হেলাল চৌধুরী ঢাকা লিগ্যাল এইড ক্যাম্প ও স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। লিগ্যাল এইড ক্যাম্পে দিনব্যাপী আইনগত সহায়তা, আইন-আদালত সম্পর্কিত তথ্যসেবা, আইন বিষয়ক বই প্রদর্শনী, ডকুমেন্টারী প্রদর্শন করা হয়। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সহায়তায় জেলা লিগ্যাল এইড অফিস রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করে।

পরবর্তী কর্মসূচীতে বিকেল ৪:৩০ ঘটিকায় মহানগর দায়রা জজ আদালতের জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা ও দায়রা জজ মোঃ হেলাল চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় লিগ্যাল এইড সংস্থার উপরে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন সিনিয়র সহকারী জজ ও ঢাকা জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার মোঃ আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, দেশের সকল জনগণের ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার আছে। দরিদ্র জনগণের জন্য আইনি সহায়তা তাদের প্রতি করুণা নয় বরং তা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, ঢাকা জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৫ মাসে সর্বমোট ৬৭৫৬ জন গরীব-দুঃখী, অসহায় ও নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ ব্যক্তিকে আইনজীবীর মাধ্যমে সরকারি খরচে লিগ্যাল এইড পরিসেবা প্রদান করেছে যা বাংলাদেশের সকল লিগ্যাল এইড কমিটির মধ্যে এককভাবে সর্বোচ্চ।

ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ এবং চেয়ার, জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি মোঃ হেলাল চৌধুরী সভাপতির বক্তব্যে বলেন, অর্থের অভাবে যেন কোন মানুষ ন্যায়বিচারের আশ্রয় নিতে বাধাগ্রস্থ না হয় সেজন্যই বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সরকার সরকারিভাবে বিনা মূল্যে লিগ্যাল এইডের মত পরিসেবা চালু করেছেন। 'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৯' সফলভাবে পালনের জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ কে এম ইমরুল কায়েস, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ জাহিদুল কবির, চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট একেএম এমদাদুল হক। এসময় বিভিন্ন আদালতের বিচারকগণ ও কর্মচারীগণ, জেলা প্রশাসন, জেলা ও মহানগর পুলিশ প্রশাসন, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তাগণ, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, লিগ্যাল এইড প্যানেল আইনজীবী ও সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০১৮-২০২২) এর কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে মত বিনিময় সভা

কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্টের আয়োজনে ও টেরে দেশ হোমস নেদারল্যান্ডস এর সহযোগিতায় "শিশু পাচার ও শিশু সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সাথে কর্ম-সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০১৮-২০২২) এর কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে মত বিনিময় সভা" ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে পটুয়াখালীতে সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সী (এসডিএ) এর সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পটুয়াখালীর শিশু অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি শ.ম দেলোয়ার হোসেন দিলীপ । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা দিলারা খানম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, পটুয়াখালী, মো মজিবর রহমান। সভায় সরকারী ও বেসরকারী পর্যায় থেকে বিভিন্ন শ্রেনি-পেশার মানুষ অংশগ্রহন করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, দিলারা খানম বলেন পটুয়াখালী জেলা সীমান্তবর্তী এলাকা না হলেও বিভিন্ন ধরনের বড় বড় উন্নয়ন কর্মকান্ড চলামান থাকায় পটুয়াখালী শিশু পাচারের জন্য ঝুঁকিমুক্ত নয়। তাই তিনি সবাইকে এর প্রতিকারে কাজ করা এবং পাচার বিরোধী কর্মকান্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহন করার আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন জেলা পর্যায়ে পাচার প্রতিরোধে

Dilara Khanom, District Women Affairs Officer, Patuakhali, giving her speech as chief guest

সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে এমন বিভিন্ন ধরনের কমিটি থাকলেও সেগুলোর কার্যকরী ভূমিকা না থাকায় সহিংসতা কমছে না। তিনি জেলা প্রশাসনের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আলোচনা করে জেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিকে কার্যকরী ও সচল করার জন্য ভূমিকা রাখবেন।

সহকারী জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো: মজিবর রহমান শিশুদের অংশগ্রহনকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আজকাল আমাদের নৈতিকতা হ্রাস পাচ্ছে। ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সৎ হওয়ার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন প্রতিটি মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে এবং যেকোনো প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে।তিনি তার দপ্তরের মাধ্যমে স্কুল পর্যায়ে শিশু পাচার প্রতিরোধ বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস দেন।

পিসিটিএসসিএন প্রকল্প

হেতালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শবনম মুশতারী বলেন আমাদের দেশে অনেক ভাল ভাল আইন থাকলেও তার যথাযথ প্রয়োগ না থাকা খুবই হতাশাজনক এবং এতে সন্ত্রাসীরা আরো ভয়ংকর সহিংস হতে অনুপ্রানিত হয়। তিনি আইনের যথাযথ প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন তাঁর স্কুলের মাসিক সভায় পাচার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা ছড়িয়ে দেবেন। জৈনকাঠী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মো: ফিরোজ আলম বলেন জন্ম নিবন্ধন বাধ্যতামূলক হলেও এখনও এর বহুবিধ ত্রুটি রয়ে গেছে এবং বিভিন্নভাবে এর অপব্যবহারের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ এখনো হচ্ছে যার ফলাফল একসময় বিবাহবিচ্ছেদ এবং পরিনামে পরিবারটি পাচারের ঝুঁকিতে পড়ে। তিনি পাচারের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে তার ইউনিয়নকে পাচারমুক্ত করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন।

পটুয়াখালী জেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সদস্য ও ব্রাক প্রতিনিধি নেফাজ উদ্দিন বলেন ব্রাক ইতিমধ্যে পাচার প্রতিরোধের লক্ষ্যে দক্ষতা বিকাশের জন্য তরুনদের সাথে কাজ শুরু করছে। তাই পাচার প্রতিরোধে পিসিটিএসসিএন প্রকল্পের কার্যক্রম শক্তিশালা করার সুযোগ রয়েছে বলে তিনি জানান।

সভার সভাপতি শ.ম দেলোয়ার হোসেন দিলীপ শিশু পাচারকে ঘৃন্য অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন শিশু পাচার নিরসনে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে সর্বাধিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানান। এছাড়াও বক্তারা সরকারের বিভিন্ন ধরনের জাতীয় হেল্পলাইনগুলো থেকে সাধারন জনগন যাতে সহজে এবং তাৎক্ষনিক সেবাসমূহ নিশ্চিতভাবে পেতে পারে তার জন্য জোড় দাবী জানান।

সংবাদপত্রে পিসিটিএসসিএন

পটুয়াখালীতে মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান

সারাবাংলা সারাদিন .কম
মার্চ ২৬, ২০১৯

সোমবার শিশু পাচার ও শিশু সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সাথে কর্ম-সম্পর্ক বাড়ানো এবং মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা (২০১৮-২০২২) এর কার্যকরী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মতবিনি-ময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভাটি পিসিটিএসসিএন এর পক্ষে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) আয়োজন করে। এতে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব দিলারা জামান প্রধান অতিথি এবং জেলা সহকারী মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (এসডিও) এর নির্বাহী পরিচালক জনাব কেএম এনায়েত হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন জেলা শিশু অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতিত্ব করেন জেলা শিশু অধিকার রক্ষা কমিটির সভাপতি জনাব শ.ম দেলোয়ার হোসেন দিলিপ।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিপিডি) পিসিটিএসসিএন প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো: শরীফুল্লাহ রিয়াজ মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বিভিন্ন শ্রেণি পেশার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বক্তারা শিশু পাচার প্রতিরোধে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটিকে সচল এবং কার্যকরী করার আহবান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনাব দিলারা জামান বলেন পটুয়াখালী সীমান্তবর্তী এলাকা না হলেও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড চলমান থাকায় পটুয়াখালী পাচারের জন্য ঝুকিমুক্ত নয়। তাই তিনি সবাইকে এর প্রতিকারে কাজ করার আহবান জানান। বিশেষ অতিথি জনাব মো: মুজিবুর রহমান বিদ্যালয় ভিত্তিক পাচার বিরোধী কর্মকান্ড জোড়দার করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক উদ্যোগ নিবেন বলে জানান।এছাড়াও সভার সভাপতি জনাব শ.ম দে-লোয়ার হোসেন দিলিপ শিশু পাচারকে ঘৃণ্য অপরাধ উল্লেখ করে বলেন শিশু পাচার নিরসনে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলোকে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে কাজ করার আহবান জানান। এছাড়াও বক্তারা সরকারের বিভিন্ন হেল্পলাইন গুলো থেকে সাধারণ জনগণ যাতে সহজে এবং তাৎক্ষণিক সেবাসমূহ নিশ্চিতভাবে পেতে পারে তার জন্য জোড় দাবী করেন

সংবাদপত্রে পাচার

হাইকোর্টের তদারকি বাড়ানো জরুরি

মানব পাচার

২৬ এপ্রিল ২০১২
প্রথম আলো

বাংলাদেশের মানব পাচার ভয়াবহতা বিবেচনায় নিয়েই সাত বছর আগে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের বিধান করা হয়েছিল। অথচ বিচারকের স্বল্পতা এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকার কারনেই এই ট্রাইব্যুনাল গঠন করা সম্ভব হয়নি। তবে সরকার ও হাইকোর্টের বিশেষ উদ্যোগ থাকলে বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থার আওতায় আরও বেশি মানব পাচারের মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব ছিল। ২০ এপ্রিল ইউএনডিপির সহযোগীতায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত একটি সেমিনারে গত সাত বছরে মানব পাচারের মাত্র ৬ শতাংশ মামলার নিষ্পত্তির একটি চিত্র ফুটে উঠছে, যা দুর্ভাগ্যজনক।

মানব পাচারের ব্যাপকতা রোধ করতে হলে প্রথমত দেশেই কর্মসংস্থানের বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। দক্ষ ও আধা দক্ষ শ্রমিকেরা এখনো ঋণ বা জমিজরাত বিক্রি বা বন্ধক রেখে অনিশ্চয়তা আছে জেনেও আদম পাচারকারীদের শরণাপন্ন হন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন, প্রলুব্ধ হয়ে কেউ যাতে দেশ না ছাড়ে, সেটা নিশ্চিত করতে সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে। আমরা তাঁর এই অভিমতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

বেকারত্বের যন্ত্রণা অসহনীয়, দেশেও ভালো একটি চাকরি পাওয়া সোনার হরিণ, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বিপদ জেনেও তাঁরা প্রলুব্ধ হবেন। এ রকম আসচেতন কিংবা অপরিনামদর্শী মানুষকে নিবৃত্ত করার সামাজিক দায় প্রত্যেক নাগরিকের। কিন্তু সরকার যদি দাবি করে যে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের কারণে প্রলুব্ধ হয়ে পাচারের সংখ্যা কমে আসছে, তাহলে সেটা মানা কঠিন। এই দাবিকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিতে হলে গত ১০ বছরে দেশে কতটা নতুন শিল্পকারখানা এবং তাতে কত বেকার মানুষের চাকরি হয়েছে, তার একটি বিশ্বাসযোগ্য পরিসংখ্যান তুলে ধরা দরকার।

সম্প্রতি আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হলেও আমাদের উন্নতির ভিত্তি এখন পর্যন্ত তৈরী পোশাক রপ্তানি এবং জনশক্তি রপ্তানীকেন্দ্রিক রয়ে গেছে। শুধু ওই অবস্থা বজায় রাখার বাস্তবতা বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের বড় ধরনের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি বিদেশিদের ওপর নির্ভরশীল। আর আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার অব্যাহতভাবে সংকুচিত থাকছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়ায় গণকবর আবিষ্কৃত হয়েছে। ভূমধ্যসাগরে চাকরিসন্ধানী দের সলিলসমাধির খবর এসেছে। এসব করুণ উপ্যাখানের হতভাগ্য বাংলাদেশিদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু দেখার বিষয় হলো এসব রূঢ় বাস্তবতা সত্তেও মানব পাচারের প্রকোপ কমছে না। মানব পাচার নিশ্চয় আর দশটি অপরাধের মতোই ঘৃণ্য। কিন্তু এই অপরাধের সঙ্গে দেশে অসহনীয় বেকারত্বের যে যোগসূত্র, রাষ্ট্র তা অস্বীকার করতে পারে না। গত ১০-১৫ বছরে দেশ থেকে ৪ লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার হওয়া অন্তত এই ইঙ্গিত স্পষ্ট করে যে মুষ্টিমেয় যারা টাকা বানিয়েছেন, তারাও দেশে বিনিয়োগ করতে ভরসা পান না।

২০১৫ সালে বিবিসি বাংলাদেশে সংলাপে এসে কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী বলেছিলেন, মানব পাচারের ঘটনা সরকার গুরুত্বসহকারে নিয়েছে বলেই "এনকাউন্টারে'র মতো ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক বছরে সন্দেহ-ভাজন মানব পাচারকারী দের অনেকেই কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে বলে প্রতীয়মান হয় না।

বিচারহীনতা রোধে হাইকোর্টের নিবিড় তদারকি দরকার। নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইব্যুনালকে মানব পাচার মামলা নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেওয়া হলেও ট্রাইব্যুনালগুলোকে অনেক সময় সব ধরনের মামলা নিষ্পত্তিতে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এর অবসান দরকার। যেমন এই মূহুর্তে ৬৪ জেলায় ৪ হাজারের বেশি মামলার মধ্যে তিন শতাধিক মামলা পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে বিচারাধীন। এতটা পুরনো মামলা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুরাহায় নিম্ন আদালতকে বাধ্য করতে পারেন হাইকোর্ট।

মানব পাচার প্রতিরোধ করতে হবে এখনই

৮ মে, ২০১১
শেয়ার বিজ নিউজ
মো: সাজেদুল ইসলাম

মানুষ নিয়ে বাণিজ্যের এমন একটি রূপ মানব ও শিশু পাচার এবং এর উদ্দেশ্য দাসত্ব, জোরপূর্বক শ্রম, বাধ্যতামূলক শোষণমূলক শ্রম ও অঙ্গ পাচারের মতো কার্যকলাপের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। এটি ব্যক্তি-অধিকার হরণ করে। মানব পাচার একটি বড় সমস্যা। এশিয়ার অন্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পাচারের শিকার ব্যক্তিরা সাধারণত মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে বন্দি থাকে এবং তাদের দ্বারা শোষিত হয়।মানব পাচার প্রতিরোধ ও প্রতিকারের বিষয়টিকে বাংলাদেশ সরকার গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তা নিচ্ছে সরকার। ইদানীং নারী ও শিশু পাচারের সঙ্গে শ্রম শোষণের উদ্দেশ্য পুরুষের পাচারও বেড়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি পুরুষ চাকরির মিথ্যা আশ্বাসে বিদেশ পাড়ি জমায় এবং জবরদস্তি শ্রমের মতো ভয়াবহ শোষণের মুখোমুখি হয়। সাধারণভাবে প্রান্তিক জনগণ ছাড়াও নারীর প্রতি অবিরাম বৈষম্য ও বঞ্চনা এবং জীবন-জীবিকার নিরাপত্তাহীণতা ওতপ্রোতভাবে পাচার সমস্যার সঙ্গে জড়িত।জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১২ মতে পাচারের শিকার ব্যক্তিদের অনেকেই ভালো চাকরি বা বিয়ের মিথ্যা আশ্বাসের প্রলোভনে পড়ে। কাউকে কাউকে অপহরণ করে কিংবা জোর বা বলপ্রয়োগ করে অথবা ভীতি প্রদর্শন করে পাচার, কেনাবেচা করা হয় অথবা ঋণদাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নারী ও কিছু শিশু পাচার হয় তাদের অভাবগ্রস্ত পরিবারের নীরব সম্মতিতে। অভ্যন্তরীণ পাচারের ক্ষেত্রে নারী ও শিশুরা উন্নত জীবন ও কাজের বা বিবাহের মিথ্যে প্রলোভনের শিকার হয়ে পাচারকারীদের হাতে পতিত হয়। জাতীয় মানব পাচার সংস্থা পাচারের শিকার ব্যাক্তিকে চিহ্নিতকরণ, পুনর্বাসন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে থাকে, পাচারের শিকার ব্যাক্তিদের সেবা প্রদানকারী বেসরকারী সংস্থাসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শণ, তদারকি এবং প্রয়োজনে নির্দেশনা, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। দায়-দায়িত্বের বিচারে বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ২০০৮ ছাড়াও নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ ও দমনে সার্ক কনভেনশন ২০০২ সহ আরও কিছু আন্তর্জাতিক দলিলে অনুসমর্থনকারী হিসেবে বাংলাদেশ নারী ও শিশু পাচার বন্ধে এবং পাচার অপরাধের কার্যকর বিচার করতে দায়বদ্ধ। আরও যেসব মানব পাচার-সংক্রান্ত সহায়ক চুক্তি বাংলাদেশ অনুসাক্ষর করেছে তা হলো দাসত্ব, দাসব্যবস্থা এবং দাসত্বের অনুরূপ সব ব্যবসায় বিলোপ-সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্পূরক সনদ, ১৯৫৬। পাচার প্রতিরোধে গণসচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি গণমাধ্যম ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টরা এগিয়ে এলে পাচার প্রতিরোধে দ্রুত ফলাফল পাওয়া যাবে।

22 Rohingyas rescued from human traffickers

The Daily Star
13 May,2019

Police have rescued 22 Rohingyas from human traffickers in Teknaf and Maheshkhali of Cox's Bazar.
These Rohingyas were being sent off towards Malaysia by sea yesterday, said Md Anwar Hossain, inspector of Baharchhara police box of Teknaf Police Station.
Police conducted separate operations following information that a human trafficking gang gathered some Rohingya refugees to send them to Malaysia by sea at 10:00pm yesterday, the official added.
Six Rohinya women and two men were rescued from Baharchhara Deilpara area and 14 others were rescued from Kalarmar Chhora area of Moheshkhali at the same time.
Earlier, 12 Rohingyas including two minors were rescued from Maheshkhali Panirchhara area on Saturday night.

Police also arrested an alleged trafficker from there. Accused Kabir Ahmed was produced before a court and sent to jail.
Abu Morshed Chowdhury, co-chairman of NGO-Civil Society Forum, said that the human trafficking gangs are active as the sea stays calm in this season.

পরিসংখ্যান

বিজিবি তথ্যসূত্রে

মাসের নাম	পাচারকালে উদ্ধারকৃত পুরুষ,নারী ও শিশুর পরিসংখ্যান ২০১৯			
	পুরুষ	নারী	শিশু	মামলা
জানুয়ারী	৪৬	২৩	০৮	১৭
ফেব্রুয়ারী	৬০	১০	০৬	১৬
মার্চ	১৯	০৭	০১	১৫
এপ্রিল	৬৮	১৩	০৪	১১

বাংলাদেশ পুলিশ তথ্যসূত্রে

মাসের নাম	পাচারে শিকার পুরুষ,নারী ও শিশুর পরিসংখ্যান ২০১১			
	পুরুষ	নারী	শিশু	মামলা
জানুয়ারী	১০	১৬	০৮	৪১
ফেব্রুয়ারী	৬০	২১	৪২	৪২

মাসের নাম	পাচারকালে উদ্ধারকৃত পুরুষ,নারী ও শিশুর পরিসংখ্যান ২০১১			
	পুরুষ	নারী	শিশু	পাচারকারী
জানুয়ারী	০৮	১১	০৩	১২১
ফেব্রুয়ারী	৬০	২১	৪০	১১৮

যে কোন প্রয়োজনে যোগাযোগ করুন

ইনসিডিন বাংলাদেশ : ০১৭২০৬০৯২৭৯
নারী মৈত্রী : ০১৭২৭৬৭০০৪৬
সিপিডি : ০১৭৪৬৬৬৯০৬৬
সিপ : ০১৭১২৫১১০৪২

PCTSCN Consortium Secretariat

8/19, Sir Syed Road, Mohammadpur, Dhaka-1207
E-mail : pctscn@gmail.com
Contact no:
Adv. Md Rafiqul Islam Khan Alom
+8801720309279